সংখ্যা ১২, তারিখ : ৪ ঠা জুলাই, ২০২১, রবিবার

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ ভ্যারিয়্যান্টের সর্বশেষ তথ্যঃ ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্টের সুস্পষ্ট প্রাধান্য

সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে ভাইরাসটি পরিবর্তিত হয়ে নতুন চেহারা ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে যা ভ্যারিয়্যান্ট নামে পরিচিত। সংক্রমণের গতি, রোগের জটিলতা (মৃত্যু হার ও হাসপাতালে ভর্তির হার), রোগ পরবর্তী ও টিকা গ্রহন পরবর্তী রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা বিবেচনায় কিছু কিছু ভ্যারিয়্যান্টকে ভ্যারিয়্যান্ট অব কনসার্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন আলফা, বিটা, গামা ও ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্ট।

SARS-CoV-2 ভাইরাসটি ২০১৯ সালে প্রথম সনাক্তের পর থেকে এখন পর্যন্ত অনেকগুলো ভ্যারিয়্যান্ট সনাক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে সংক্রমিত মানুষদের মধ্যে SARS-CoV-2 ভাইরাসটির ভ্যারিয়্যান্ট সনাক্তের জন্য দেশে এ রোগটি সনাক্ত হওয়ার শুরু থেকে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর), আইসিডিডিআর,বি ও আইদেশী যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিগত ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৬৪৬ টি সংগৃহীত কোভিড-১৯ নমুনার জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সকল নমুনায় কোভিড -১৯ এর আলফা ভ্যারিয়্যান্ট (ইউকে-তে প্রথম সনাক্ত), বিটা ভ্যারিয়্যান্ট (সাউথ আফ্রিকা-তে প্রথম সনাক্ত), ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্ট (ইন্ডিয়া-তে প্রথম সনাক্ত), ইটা ভ্যারিয়্যান্ট (নাইজেরিয়া-তে প্রথম সনাক্ত), বি ১.১.৬১৮ ভ্যারিয়্যান্ট (আনআইডেন্টিফাইড) সনাক্ত হয়েছে।

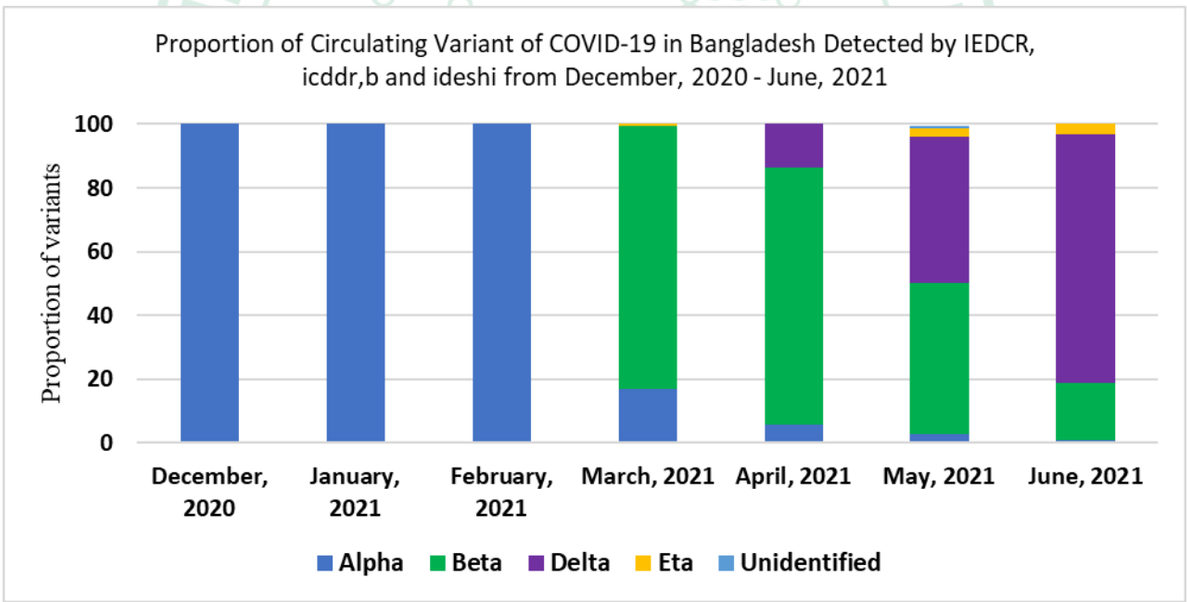

বাংলাদেশে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত সিকোয়েন্সকৃত সকল নমুনায় আলফা ভ্যারিয়্যান্ট পাওয়া যায়। মার্চ মাসের সিকোয়েন্সকৃত নমুনার ৮২ শতাংশ নমুনায় বিটা ভ্যারিয়্যান্ট ও ১৭ শতাংশ নমুনায় আলফা ভ্যারিয়্যান্ট পাওয়া গেছে। এপ্রিল মাসেও বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমিতদের মধ্যে বিটা ভ্যারিয়্যান্টের প্রাধান্য ছিল। এপ্রিলে বাংলাদেশে ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্ট সনাক্ত হবার পর থেকে এ ভ্যারিয়্যান্টের সনাক্তের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ভ্যারিয়্যান্ট মে মাসে ৪৫ শতাংশ ও জুন মাসে ৭৮ শতাংশ নমুনায় সনাক্ত হয়। বাংলাদেশে বর্তমান কোভিড-১৯ সংক্রমণে ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্টের সুস্পষ্ট প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে।

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষায় প্রাপ্ত ভ্যারিয়্যান্ট সম্পর্কিত তথ্য জিনোম সিকোয়েন্স এর বৈশ্বিক ডাটাবেজে GISAID জমা দেয়া হয়ে থাকে। যে ধরণের ভ্যারিয়্যান্টই হোক না কেন তা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক ভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণই একমাত্র উপায়। এর সাথে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রাপ্তির সাথে সাথে ভ্যাকসিন নেয়া প্রয়োজন।